# বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রশ্নোত্তর।

থিওসফিকাল সোসাইটীর সংস্থাপক ও সভাপতি

শ্রীযুক্ত কর্ণেল এইচ্ এস্ অল্কট্ প্রণীত

ইংরাজি গ্রন্থ হইতে

অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

—০—

বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে

শ্রীভগবানচন্দ্র রায় প্রিণ্টার দ্বারা

মুদ্রিত।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

# ভূমিকা।

—⁘—

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রশ্নোত্তরের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। হিন্দু-সমাজে বা অপর কোন সম্প্রদায়মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ইহার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণের গোচর করাই ইহার উদ্দেশ্য। সহৃদয় ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার পোষকতা করিবেন।

বহরমপুর,<br>৭ই ফাল্গুন ১২৯৯। } শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

# উৎসর্গ পত্র।

শ্রীযুক্ত কর্ণেল এইচ্ এস্ অল্‌কট্,

তত্ত্বজিজ্ঞাসু-সমিতির সংস্থাপক ও সভাপতি

মহাশয় মহোদয়েষু।

মহানুভব ভ্রাতঃ,

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রশ্নোত্তর আপনার বড় আদরের সামগ্রী। পবিত্র ভ্রাতৃ-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ আপনার কর-কমলে ইহার বঙ্গানুবাদ অর্পণ করিলাম।

— অনুবাদক।

দুষ্প্রাপ্য

নামো তাঁস্সা ভাগবাতো আরাহাতো সাম্মা সাম্বুদ্ধাস্সা

# বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর।

১। প্রঃ। তুমি কোন ধর্ম্মাবলম্বী?

উঃ। বৌদ্ধ।

২। প্রঃ। বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

উঃ। যিনি আমাদের প্রভু বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম অনুশরণ ও মত গ্রহণ করেন।

৩। প্রঃ। বুদ্ধ কি ঈশ্বর ছিলেন?

উঃ। না।

৪। প্রঃ। তিনি কি মনুষ্য ছিলেন?

উঃ। আকারে মনুষ্য; কিন্তু তাঁহার অন্তর অপর লোক সকলের ন্যায় ছিল না, অর্থাৎ নৈতিক ও মানসিক গুণে তাঁহার সম ও পরকালবর্ত্তী সকল লোকাপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

৫। প্রঃ। তাঁহার নাম কি বুদ্ধ ছিল?

উঃ। না; বুদ্ধ একটি অবস্থার নাম অথবা চিত্তের একটি অবস্থাকে বুঝায়।

৬। প্রঃ। ইহার অর্থ কি ?

উঃ। প্রজ্ঞালোকিত ; অর্থাৎ যিনি সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছেন।

৭। প্রঃ। তবে বুদ্ধের প্রকৃত নাম কি ছিল ?

উঃ। সিদ্ধার্থ তাঁহার নিজ আখ্যা ; ও গোতম বা গৌতম তাঁহার কৌলিক নাম ছিল। তিনি কপিলবস্তু নগরের রাজ কুমার ছিলেন।

৮। প্রঃ। তাঁহার পিতা মাতা কে ?

উঃ। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহার পিতা ও রাজ্ঞী মায়াদেবী তাঁহার মাতা ছিলেন।

৯। প্রঃ। উক্ত রাজা কোন জাতির উপর আধিপত্য করিতেন ?

উঃ। শাক্যজাতি ; ইঁহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত।

১০। প্রঃ। কপিল বস্তু কোথায় ছিল ?

উঃ। ভারতবর্ষে, বারাণসীর ৫০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং হিমালয় পর্ব্বত হইতে ২০ ক্রোশ ব্যবধানে।

১১। প্রঃ। কোন নদীর তীরে ?

উঃ। রোহিণী ; ইহাকে এখন কোহন নদী বলে।

১২। প্রঃ। রাজকুমার সিদ্ধার্থ কখন জন্ম গ্রহণ করেন ?

উঃ। খ্রীষ্টাব্দের ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে।

১৩। প্রঃ। অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায় তাঁহার কি ভোগবিলাস ও আড়ম্বরের বস্তু ছিল ?

উঃ। হাঁ ছিল ; তাঁহার পিতা, রাজা শুদ্ধোদন, তাঁহার জন্য ভারতবর্ষের ঋতুত্রয়োপযোগী সুন্দর ও সুসজ্জিত তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তাহার একটি ত্রিতল,

একটি পঞ্চতল ও একটি নবতল ছিল। প্রত্যেক প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পরম সুন্দর ও সুগন্ধ কুসুমোদ্যান ছিল। তথায় কৃত্রিম উৎস সকল হইতে জলধারা বিনির্গত হইত, বৃক্ষসকল গায়ক পক্ষিবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল, এবং ময়ূরগণ সগর্ব্বে ভূমিতলে নৃত্য করিত।

১৪। প্রঃ। তিনি কি একাকী বাস করিতেন ?

উঃ। না ; ষোড়শবর্ষ-বয়সে সুপ্রবুদ্ধরাজ-দুহিতা যশোধারার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বহুসংখ্যক নৃত্য-গীত-সুনিপুণা সুন্দরী বামাগণ নিয়ত তাঁহার চিত্ত বিনোদনে নিযুক্ত থাকিত।

১৫। প্রঃ। এইরূপ বিলাসভোগে লিপ্ত থাকিয়া এক জন রাজকুমার কিরূপে পূর্ণজ্ঞানী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ?

উঃ। স্বভাবতঃ তাঁহার এরূপ জ্ঞান ছিল যে, নিতান্ত শৈশবাবস্থাতেই প্রায় বিনা অধ্যয়নেই সকল বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্রাদির কৌশল বুঝিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক সমূহ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা দিতেন, তাহা তিনি বলিবা মাত্রই বুঝিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হইত।

১৬। প্রঃ। সেই সুরম্য রাজ-প্রাসাদেই কি তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন ?

উঃ। না,—তিনি এ সমুদায় পরিবর্জ্জন করিয়া বিজন-বনে প্রয়াণ করিলেন।

১৭। প্রঃ। তিনি কেন এরূপ করিলেন?

উঃ। তিনি আমাদের দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় উদ্ভাবন জন্যই এরূপ করিয়াছিলেন।

১৮। প্রঃ। তাহা হইলে স্বার্থপরতাই কি তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্ত করায় নাই।

উঃ। না—কেবল জীবের প্রতি অসীম প্রেমই তাঁহার আত্মোৎসর্গের কারণ।

১৯। প্রঃ। তিনি আমাদের হিতের জন্য কি কি উৎসর্গ করেন?

উঃ। সুশোভন রাজ-প্রাসাদ,—অপরিসীম ঐশ্বর্য্য—নানারূপ ভোগ বিলাসোপাদান—সুকোমল সুখসেব্য শয়ন মনোরম রাজ-পরিচ্ছদ—অলোকসামান্য আহার,বিহার, সুবিশাল রাজ্য, এমন কি প্রিয়তমা পত্নী ও একমাত্র দুগ্ধ-পোষ্য শিশু সন্তান-সমস্তই উৎসর্গ করিলেন।

২০। প্রঃ। এই পুত্রের কি নাম ছিল?

উঃ। কুমার রাহুল।

২১। প্রঃ। আমাদের জন্য কস্মিনকালে অন্য কেহ কি এত অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন?

উঃ। না—একজনও না। এই কারণেই বৌদ্ধেরা তাঁহাকে এত ভাল বাসেন এবং সৎ বৌদ্ধ মাত্রেই তাঁহার ন্যায় হইতে চেষ্টা করেন।

২২। প্রঃ। কত বয়সে তিনি বনে গিয়াছিলেন?

উঃ। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে।

২৩। প্রঃ। যাহা মানব মাত্রেরই অত্যন্ত প্রিয়বস্তু তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি কিরূপে কৃতসঙ্কল্প হইলেন?

উঃ। যখন তিনি রথারোহণে ভ্রমণে বাহির হন তখন জনৈক দেবতা চারিবার বিভিন্ন সময়ে চিত্তাকর্ষণকারী চারিটি বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন্।

২৪। প্রঃ। এই বিভিন্ন আকার কি কি?

উঃ। ১। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। ২। রোগী। ৩। গলিত-শব। ৪। সৌম্য মূর্ত্তি ভিক্ষুক।

২৫। প্রঃ। তিনি কি একাকী এই দৃশ্য চতুষ্টয় দেখিয়াছিলেন?

উঃ। না,—তাঁহার সহচর সারথী ছন্দকও ইহা প্রত্যক্ষ করেন।

২৬। প্রঃ। যাহা সচরাচর দেখা যায় এমন ঘটনাচয় কেন তাঁহার বনে যাওয়ার কারণ হইয়া উঠিল?

উঃ। আমরা সর্ব্বদা এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া থাকি, কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, এই নিমিত্ত ঐ সকল দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ে একটি গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল।

২৭। প্রঃ। কেন তিনি এ সকল দেখেন নাই?

উঃ। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই দৈবজ্ঞেরা গণিয়া বলেন যে একদা তিনি অবশ্যই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং বুদ্ধ হইবেন। তাঁহার পিতা, (উক্ত রাজা) স্বীয় সন্তান হারাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, মনুষ্যের দুঃখ ও মৃত্যু অনুমিত হয়, এরূপ কোন দৃশ্য যাহাতে তাহার পুত্র না দেখেন তদ্বিষয়ে বিশেষ স-

ধান হইয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও রাজকুমারের নিকট এ সকল বিষয়ের একটি কথাও বলিতে দিতেন না। রাজ কুমার তাঁহার মনোহর প্রাসাদ ও কুসুমোদ্যানে বন্দীপ্রায় বাস করিতেন। উক্ত প্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল এবং তিনি যাহাতে সংসারের শোক ও দুঃখ দেখিতে বাহিরে যাইতে না চান তজ্জন্য প্রাচীরের মধ্যস্থিত সকল বস্তুই অতীব মনোহর করা হইয়াছিল।

২৮। প্রঃ। তিনি কি এরূপ দয়ানুচিত্ত ছিলেন, যে সংসারের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রকৃতই আত্মোৎসর্গ করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতা ভীত হইয়াছিলেন ?

উঃ। হাঁ, তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত যে তিনি সকল জীবের জন্য এতই প্রবল দয়া ও প্রেম অনুভব করিতেন।

২৯। প্রঃ। অরণ্যে কিরূপে শোক ও দুঃখের কারণ জানিবার আশা করিয়াছিলেন ?

উঃ। দুঃখের কারণ; ও মানব-প্রকৃতি বিষয়ে, গভীর চিন্তার বিঘ্ন সমূহ হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া।

৩০। প্রঃ। রাজ-প্রাসাদ হইতে তিনি কিরূপে পলায়ন করেন ?

উঃ। একদা নিশীথে যখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল তখন তিনি গাত্রোত্থান করতঃ প্রিয়তমা পত্নী ও শিশু সন্তানটীর প্রতি শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে সারথী ছন্দককে আহ্বান করতঃ তাঁহার প্রিয় শ্বেত অশ্ব কান্তাকারোহণে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতার নিয়োজিত দ্বার-রক্ষকগণ দেবমায়ায়

গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পায় নাই।

৩১। প্রঃ। কিন্তু বহির্দ্বার তালাবদ্ধ ছিল কি না?

উঃ। হাঁ, কিন্তু দেবতাদিগের কৃপায় ইহা নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল, এবং তিনিও সেই অন্ধকারে অনেকদূর গিয়া পড়িলেন।

৩২। প্রঃ। তিনি কোথায় গেলেন?

উঃ। কপিলবস্তু হইতে বহুদূরবর্ত্তী আলোমা নদীর তীরে।

৩৩। প্রঃ। তৎপরে তিনি কি করিলেন?

উঃ। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহার সুন্দর কেশ কর্ত্তন করিলেন এবং আভরণ ও অশ্বটী ছন্দককে দিয়া ঐ সকল তাঁহার পিতা রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন।

৩৪। প্রঃ। তার পর?

উঃ। তার পর তিনি পদব্রজে মগধের রাজধানী রাজগৃহে গমন করিলেন।

৩৫। প্রঃ। সেখানে কেন?

উঃ। তথায়, উরুবিল্ব বনে পরমজ্ঞানী সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন তিনি নির্ব্বাণ লাভ প্রত্যাশায় পরিশেষে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

৩৬। প্রঃ। তাঁহারা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন?

উঃ। হিন্দু ধর্ম্ম—— তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন?

৩৭। প্রঃ। তাঁহারা কি শিক্ষা দিতেন?

উঃ। নানাবিধ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও শারিরীক কষ্টকর ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

৩৮। প্রঃ। রাজকুমার কি সেইরূপই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

উঃ। না, তিনি তাঁহাদের সকল প্রকার কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি মনুষ্যের দুঃখের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হন নাই।

৩৯। প্রঃ। তাঁর পর তিনি কি করিলেন ?

উঃ। তিনি বুদ্ধগয়া নামক স্থানের নিকটস্থ বনে গিয়া তথায় কয়েক বৎসর উপবাসে গভীর সমাধিতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

৪০। প্রঃ। তিনি কি একাকী ছিলেন ?

উঃ। না—পাঁচ জন সহচর তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল।

৪১। প্রঃ। তাঁহাদের নাম কি ?

উঃ। কোণ্ডীল্য, ভরদ্বাজ, বাপ্পা, মহানাম ও অশ্বজিৎ।

৪২। প্রঃ। সত্য জানিবার জন্য তিনি কি প্রকার শিক্ষা অবলম্বন করেন ?

উঃ। তিনি আন্তরিক চিন্তার বিঘ্নজনক দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহের সুদূরে থাকিয়া উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

৪৩। প্রঃ। তিনি কি উপবাস করিতেন ?

উঃ। হাঁ এই কাল মধ্যে তিনি ক্রমেই পান ভোজন কমাইয়া এরূপ অভ্যাস করেন যে (কথিত আছে) প্রতিদিন কদাচিৎ একটীর অধিক তণ্ডুল বা বিচিও গ্রহণ করিতেন না।

৪৪। প্রঃ। ইহাতে কি তিনি তাঁহার চির ঈপ্সিত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ?

উঃ। না—তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণকায় ও হীনবল হইয়া পরিশেষে এক দিন যখন ইতস্ততঃ ধীরে ধীরে পদচারণা ও চিন্তা করিতেছিলেন এমত সময় হঠাৎ তাঁহার জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হইল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

৪৫। প্রঃ। ইহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কি ভাবিয়া ছিলেন ?

উঃ। তাঁহারা অনুমান করিলেন যে তিনি মরিয়াছেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন।

৪৬। প্রঃ। তার পর ?

উঃ। তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, কেবল অনাহার কিম্বা শারীরিক কষ্ট দ্বারা কখনই পরম জ্ঞান লাভ করা যায় না। ইহা অবশ্যই মানসিক বৃত্তি সকলের বিকাশ হইতেই লাভ করিতে হইবে। তিনি এতদিন অনাহারে থাকিয়া মৃত্যু হইতে যদিও রক্ষা পাইলেন কিন্তু সেই ঈপ্সিত পরমজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং এই কারণে তিনি পুনরায় আহার করিতে স্থির করিলেন; যেন তদ্দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন। এই হেতু তিনি এক ভদ্রবংশোদ্ভব কন্যার প্রদত্ত কিছু আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। ঐ বালিকাটী তাঁহাকে ন্যগ্রোধ-বৃক্ষের তলায় শয়ানাবস্থাতে দেখিতে পায়। তৎপরে শরীরে বল প্রাপ্ত হইলে তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভিক্ষা-পাত্র করে লইয়া নিরঞ্জরা নদীতীরে উপনীত হইলেন এবং তথায় স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত

আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন ও পুনরায় অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

৪৭। প্রঃ। তথায় তিনি কি করিলেন ?

উঃ। ঐ সকল চিন্তার পর তিনি কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া সায়ংকালে বোধি অর্থাৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন।

৪৮। প্রঃ। তথায় গিয়া কি করিলেন ?

উঃ। এই সংকল্প করিলেন যে যাবৎ বুদ্ধত্ব লাভ না করিবেন তাবৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবেন না।

৪৯। প্রঃ। ঐ বৃক্ষের কোন পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন ?

উঃ। পূর্ব্ব পার্শ্বে—

৫০। প্রঃ। ঐ রাত্রে তিনি কি লাভ করেন ?

উঃ। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসকলের সঞ্চিত জ্ঞান লাভ করেন এবং পুনঃ জন্মের কারণসকল ও বাসনা নাশের উপায়সকল জানিতে পারেন। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার মন সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরমজ্ঞানের জ্যোতিঃ স্বরূপ চারিটি মহা সত্য তাঁহার অনুভূত হয়, তিনি "বুদ্ধ", প্রজ্ঞালোকিত সর্ব্বজ্ঞ হয়েন।

৫১। প্রঃ। তিনি কি পরিশেষে মানবের দুঃখের কারণ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন ?

উঃ। হাঁ। যেরূপ প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে রজনীর অন্ধকার চলিয়া যায় এবং ক্রমে বৃক্ষ, ক্ষেত্র, শৈল, সাগর, নদী, জন্তু, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের পূর্ণালোক তাঁহার মনে উদয় হওয়ায়,

তিনি একবারে মনুষ্যের দুঃখের কারণ ও তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিয়াছিলেন।

৫২। প্রঃ। এই পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, তাঁহার কি ঘোর কঠিন চেষ্টা করিতে হইয়াছিল ?

উঃ। হাঁ, অতীব প্রবল ও ভীষণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে মানব-স্বভাব-জনিত অপূর্ণতা, অতৃপ্তি ও বাসনা, যদ্দ্বারা মনুষ্য প্রকৃতসত্যদর্শনে বঞ্চিত, তাহা পরাজয় করিতে ও তদ্দ্বারা পরিবেষ্টিত এই পাপ জগতের পঙ্কিল ভাবসকল অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যেরূপ একটি সৈন্য শত্রুদলের মধ্যে পড়িয়া নিরাশ অবস্থায় প্রবল যুদ্ধ করে; তদ্রূপ তাঁহায় সমর করিতে হইয়াছিল; বীর যেমন জয়লাভ করে, সেইরূপ তিনি স্বীয় অভিপ্রেত লাভ এবং মানব দুঃখের গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

৫৩। প্রঃ। তুমি আমাকে একটি কথায় ঐ গুপ্ত রহস্যটি কি বলিতে পার ?

উঃ। অজ্ঞানতা।

৫৪। প্রঃ। ইহার প্রতিকার কি তুমি বলিতে পার ?

উঃ। অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞানী হওয়া।

৫৫। প্রঃ। অজ্ঞানতা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় কেন ?

উঃ। কারণ, ইহার প্রভাবে যাহা মুল্যবান নহে তাহা মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করি, যাহার জন্য দুঃখ করা উচিত নহে তাহার জন্য দুঃখ করি, যাহা প্রকৃত জীবনের বহুমূল্য ধন তাহা তাচ্ছিল্য করিয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর

সামান্য বস্তুলাভের প্রয়াসে জীবন অতিবাহিত করি।

৫৬। প্রঃ। সেই বহুমূল্য বস্তু কি ?

উঃ। মনুষ্য জীবনের ও অদৃষ্টের গুপ্ত রহস্য জানা। তাহা হইলে আমরা জীবনের ও ইহার সকল প্রকার সম্পর্কের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিব না, এবং তাহাতে আমাদিগের নিজের ও অপর লোকের দুঃখের অনেক পরিমাণে লাঘব ও সুখের অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

৫৭। প্রঃ। সেই আলোকটি কি যাহা অজ্ঞানতা দূর করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের শান্তি করে ?

উঃ। তাহা বুদ্ধ দেবের কথিত চারিটি মহা সত্যের জ্ঞান।

৫৮। প্রঃ। ঐ চারিটি মহা সত্য কি বল ?

উঃ। ১—জীবন দুঃখময়। ২—বাসনা দুঃখের মূল, ইহা নিত্য নূতনভাবে জীবকে তৃপ্ত করিবার জন্য উদয় হয় কিন্তু কখন তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। ৩—ঐ বাসনার নাশ অথবা বাসনা হইতে আপনাকে পৃথক করা। ৪—বাসনানিবৃত্তির উপায়সকল।

৫৯। প্রঃ। যাহাতে দুঃখ উৎপত্তি হয় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা কর ?

উঃ। জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা ও মৃত্যু আমাদিগের প্রিয় বস্তু সকল হইতে বিচ্ছেদ; অপরিত্যজ্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা করা, অপ্রাপ্য বিষয়ের প্রাপ্তি ইচ্ছা।

৬০। প্রঃ। এই সকল ব্যক্তিগত বিশেষ কারণ কি না ?

উঃ। হাঁ। ঐ সকল, প্রত্যেক ব্যক্তিতে, বিভিন্ন প্রকারে

দেখা যায়, কিন্তু সকল মনুষ্যই কিয়ৎ পরিমাণে ঐ সকল দুঃখের কারণ হইতে দুঃখ ভোগ করে।

৬১। প্রঃ। অতৃপ্ত-বাসনা ও অজ্ঞানতাজনিত ক্ষুধা হইতে যে সকল দুঃখ উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে তাহা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি?

উঃ। জীবনের ও তাহার সুখসম্ভোগের প্রবল তৃষ্ণা যাহা দুঃখ উৎপাদন করে তাহার বিনাশ দ্বারা। উক্ত তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ পরাভব করিলে দুঃখের হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতে পারি।

৬২। প্রঃ। কিরূপে আমরা তাহাদের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করিতে পারি?

উঃ। বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত ও প্রদর্শিত "মহাষ্টমার্গ" অনুসরণ করিয়া—।

৬৩। প্রঃ। "মহাষ্টমার্গ" শব্দের অর্থ কি এবং তাহা কি কি?

উঃ। এই মহাষ্টমার্গের প্রত্যেক অংশকে অঙ্গ বলে। যথা ১। সদ্বিশ্বাস, ২। সৎচিন্তা, ৩। সৎবাক্য, ৪। সৎ ধর্ম্মমত, ৫। জীবিকা সংগ্রহের সদুপায়, ৬। সৎচেষ্টা, ৭। সৎস্মৃতি এবং ৮। সৎধ্যান। যিনি এ সমুদয় অঙ্গ সর্ব্বদা মনে স্মরণ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করেন তিনি দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি ও মুক্তি লাভ করেন।

৬৪। প্রঃ। কি হইতে মুক্তি?

উঃ। জীবনের এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণের দুঃখ ও ক্লেশ সকল হইতে মুক্তি। যে দুঃখ অজ্ঞানতা ও অপবিত্র কাম ও কামনা হইতে উদ্ভূত হয়।

৬৫। প্রঃ। ঐরূপ মুক্তি লাভ করিলে জীব কি অবস্থায় উপনীত হয় ?

উঃ। নির্ব্বাণ।

৬৬। প্রঃ। নির্ব্বাণ কি ?

উঃ। ইহা এক কালীন পরিবর্ত্তন শূন্য পূর্ণশান্তির অবস্থা। এ অবস্থায় বাসনা, মায়া কি দুঃখ থাকে না এবং মনুষ্য-দেহের যাহা কিছু উপাদান তৎসমস্তা বিলুপ্ত হয়। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পূর্ব্বে মানবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। নির্ব্বাণলাভ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

৬৭। প্রঃ। আমাদের পুনর্জ্জন্ম হয় কেন ?

উঃ। এই জড়জগতে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ বস্তু উপভোগের অতৃপ্ত বাসনাই পুনর্জ্জন্মের কারণ। শরীরজীবনের জন্য অতৃপ্ত তৃষ্ণা একটি শক্তি, যাহার সৃষ্টিবল এত প্রবল, যে তাহাতে জীবকে পুনরায় এই পার্থিব জগতে টানিয়া আনে।

৬৮। প্রঃ। অতৃপ্ত বাসনার প্রকারভেদে আমাদিগের পুনঃ-র্জ্জন্মের অবস্থা বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে কি না ?

উঃ। হাঁ; আমাদিগের প্রত্যেকের দোষগুণ অনুসারে।

৬৯। প্রঃ। আমরা যে কি আকারে, কি অবস্থায়, কি নিয়মা-ধীনে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিব, তাহা কি আমাদিগের কর্ম্ম ফলের প্রতি নির্ভর করে ?

উঃ। করে। সাধারণ নিয়ম এই যে, আমাদের সুকৃতির ভাগ অধিক হইলে আমরা পরজন্মে ভাল ও সুখী হইব, দুষ্কৃতির ভাগ অধিক হইলে অতিদীন ও ক্লেশ-কর অবস্থায় পড়িব।

৭০। প্রঃ। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই মতটি বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুমোদনীয় কি না ?

উঃ। ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্র-সম্মত ; কারণ ইহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দৃষ্টে সত্য নির্ণয় করার মত, ভিন্ন নহে। বিজ্ঞানের শিক্ষা এই যে মনুষ্য ক্রমবিকাশ বিধির ফল ; অসম্পূর্ণ ও নিম্নতর অবস্থা হইতে উচ্চতর ও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত জীব।

৭১। প্রঃ। বিজ্ঞানের এই মতটিকে কি বলে ?

উঃ। ইভোলিউসন্ অর্থাৎ ক্রমবিকাশ।

৭২। প্রঃ। বিজ্ঞান অন্য কোন প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাব্যস্ত করে কি না ?

উঃ। বুদ্ধ দেবের মতে এই শিক্ষা দেয় যে, মানব জাতির অনেক পূর্ব্বপুরুষ ছিল ; এবং মনুষ্যের মধ্যে বিকাশ-প্রণালী দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য উৎপত্তি হওয়ার নিয়ম আছে ; কোন কোন ব্যক্তির অন্য অপেক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জনের ও নির্ব্বাণ লাভের শক্তি অধিক। বোধিসত্ত্ব তিন প্রকার।

৭৩। প্রঃ। থাম। বোধিসত্ত্ব কি ?

উঃ। তিনিই "বোধিসৎ" পদের বাচ্য যাঁহার নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তির বিকাশ অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পর জন্মে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার তদ্রূপ অবতীর্ণ হইবার কারণ এই যে মানবের অজ্ঞানতা জন্য তাহার প্রতি তাঁহার দয়া এত প্রগাঢ় এবং তাহাকে দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় শিক্ষা দিবার মঙ্গলেচ্ছা তাঁহার

এতই প্রবল যে তিনি যে পর্য্যন্ত মনুষ্যকে বুদ্ধত্ব লাভের উপযুক্ত না করিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত তিনি বারম্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করেন এইরূপে বুদ্ধত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্ম প্রচারান্তর জন্মচক্রের সীমা অতিক্রম করতঃ পূর্ণমুক্তিপর-নির্ব্বাণের অবস্থায় গমন করেন।

৭৪। প্রঃ। বল, এই তিন প্রকারের বোধিসত্ত্ব কি নামে অভিহিত হইয়াছে ?

উঃ। ১। পানিয়াদিকা অথবা উদ্ঘতিতাজ্ঞা অর্থাৎ প্রজ্ঞাধিক, যিনি শীঘ্র বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ২। সদ্ধাধিকা বা বিপাচিতাজ্ঞা অর্থাৎ যিনি তদপেক্ষা কিছু বিলম্বে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ৩। বীর্য্যাধিক অর্থাৎ যিনি আরও অধিক সময়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

৭৫। প্রঃ। তারপর বল ?

উঃ। ঠিক এইরূপই বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রের মত। ইহা বলে, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ জীব জন্মগ্রহণ করে ; তন্মধ্যে কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা তদাপেক্ষা বিলম্বে, কেহ বা অত্যন্ত বিলম্বে পূর্ণতা লাভ করে। বৌদ্ধেরা বলেন পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফলের দোষগুণ অনুসারে পর জন্ম হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে পরজন্মের নবকায়া কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ব জন্মের পরিবেষ্টিত পরিচালনক্ষম শক্তির ফল। এই প্রকারে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের মৌলিক কল্পনায় ঐক্যতা দৃষ্ট হয়।

৭৬। প্রঃ। পুনরায় বল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র এতদুভয়ই শিক্ষা দেয় কি না যে যাহা কিছু এই পৃথীবিতে

বর্ত্তমান আছে, বস্তু বা প্রাণী, সকলই সমভাবে এক সর্ব্বব্যাপী নিয়মের অধীন ?

উঃ। হাঁ, উভয়ই ঐরূপ শিক্ষা দেয়।

৭৭। প্রঃ। তবে কি সকল মনুষ্যই বুদ্ধ হইতে পারে ?

উঃ। না। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি এরূপ নহে যে তিনি বুদ্ধ হইতে পারেন; কারণ দেখিতে পাওয়া যায় বহু কাল গতে এক জন বুদ্ধ প্রকাশিত হন। বোধ হয়, যখন মানবের অবস্থা এ প্রকার হইয়া পড়ে যে সকলেই নির্ব্বাণের পথ বিস্মরণ হইয়াছে, একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার তাহা দেখাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তখনই, একজন বুদ্ধ অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রত্যেক জীবই অজ্ঞানকে পরাভব করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে নির্ব্বাণ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

৭৮। প্রঃ। বৌদ্ধধর্ম্মমতে মনুষ্য কি কেবল এই পৃথিবীতেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ?

উঃ। না। আমরা ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে জানিয়াছি যে জীবের বাসোপযোগী লোক অসংখ্য। মানব কোন্ লোকে কি প্রকারে জন্ম গ্রহণ করিবে তাহা তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতি নির্ভর করে, অথবা বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে তাহার প্রবৃত্তির আকর্ষণানুযায়ী হইয়া থাকে।

৭৯। প্রঃ। আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষা অধিক উন্নত বা তদপেক্ষা অপকৃষ্ট লোক আছে কি না ?

উঃ। আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে প্রত্যেক লোকের অধিবাসী তৎ তৎ লোকেরক্রম বিকাশের উপযুক্ত।

৮০। প্রঃ। বুদ্ধ কি একটী সূত্রে বা গাথায় তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্ম সংগ্রহ করেন নাই ?

উঃ। হাঁ।

৮১। প্রঃ। তাহা কি বল ?

উঃ। ১ সাব্বা পাপাসা আকারাণাম্। ২ কুশালাসা উপাসাম্পাদা সাচিত্তা—পারিয়োদাপাণো ৩ ইদাম বুদ্ধানুশাসানাম্। ১ পাপ হইতে বিরত হও। ২ ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। চিত্ত শুদ্ধি কর। ইহাই বুদ্ধের ধর্ম্ম।

৮২। প্রঃ। এই উপদেশসমূহদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম সক্রিয় না নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয় ?

উঃ। "পাপ হইতে বিরত হও" ইহা নিষ্ক্রিয় ধর্ম্ম বলা যায়, কিন্তু " ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর " এবং " চিত্ত শুদ্ধি কর " ইহা সম্পূর্ণ সক্রিয় ধর্ম্ম। বুদ্ধ উপদেশ করিয়াছেন যে কেবল আমরা অসৎ হইব না এমত নহে, আমাদিগের প্রকৃত সৎ হইতে হইবে।

৮৩। প্রঃ। তিন জন ধর্ম্মোপদেষ্টা বা তিনটী ধর্ম্মপ্রদর্শক পথ কি যাহা বৌদ্ধেরা অনুসরণ করিয়া থাকেন ?

উঃ। ত্রি-শরণ নামক আদর্শবাক্যে তাহা ব্যক্ত আছে ; যথা, (১) বুদ্ধকে আমার পথ প্রদর্শক বলিয়া আমি অনুসরণ করি, (২) তাঁহারে বিধান আমার পরিচালক জ্ঞানে তাহার অনুসরণ করি, (৩) তাঁহার আদেশ আমার নিয়ামক বিবেচনায় তাহা পালন করি।

৮৪। প্রঃ। বৌদ্ধ এই উপদেশ ও আদর্শ বাক্যদ্বারা কি অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ?

উঃ। তিনি ঐ আদর্শবাক্যের উক্তি দ্বারা ইহাই প্রকাশ করেন যে প্রভু বুদ্ধদেব তাঁহার সর্ব্বজ্ঞ গুরু ও আদর্শ-স্বরূপ। তাঁহার বিধান ও ধর্ম্ম মত সত্য ও ন্যায়ের অপরিবর্ত্তনীয় সার অংশে গঠিত ও তাহা পরমপদ লাভের একমাত্র পথ এবং বৌদ্ধ-মহাত্মাদিগের এক-মাত্র তিনি অত্যুত্তম ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও ব্যাখ্যা কারক।

৮৫। প্রঃ। কিন্তু এই শ্রেণীর অনেক লোক কি আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মজ্ঞানে অপকৃষ্ট নহে?

উঃ। হাঁ। কিন্তু বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, যাঁহারা শ্রম ও যত্ন সহকারে ধর্ম্মবিধিসকল পালন করেন, মনকে সংযত করেন, এবং পবিত্রতার ও পূর্ণতার অষ্টাবস্থার কোন এক অবস্থা লাভ করিয়াছেন বা লাভ করিতে বিশেষ যত্নবান হন, তাঁহারাই এই সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া গণ্য। আর ইহাও স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে ত্রিশরণ সম্প্রদায় "আটা আরিয়াপুগ্‌গালা বুঝায়" অর্থাৎ যে সকল ভিক্ষুক পূর্ণতার অষ্টাবস্থার কোন এক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বুঝায়।

৮৬। প্রঃ। সাধারণতঃ—সামান্য বৌদ্ধোপাসকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা পালনীয় ধর্ম্মাজ্ঞা যাহা পান্‌শীলা নামে অভিহিত আছে তাহা কি?

উঃ। উহা বৌদ্ধগণ প্রকাশ্যরূপে বিহারে অর্থাৎ ধর্ম্ম-মন্দিরে নিম্নের লিখিত আদেশ বাক্য সকল যাহা বলেন তাহারই মধ্যে আছে। যথা—

(১) আমি প্রাণী হত্যা নিষেধের যে ধর্ম্মাজ্ঞা আছে

তাহা পালন করি। (২) আমি চৌর্য্যাদি হইতে বিরত থাকার যে আজ্ঞা আছে তাহা পালন করি। (৩) আমি অবৈধ স্ত্রী সংসর্গ করার যে নিষেধ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করি। (৪) আমি মিথ্যা কথা না বলিবার যে আদেশ আছে তাহা পালন করি। (৫) আমি উত্তেজক সুরাপান বা অন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা যাহাতে মনের জড়তা উৎপাদন হয় তৎ সম্বন্ধে যে নিষেধ আজ্ঞা আছে তাহা পালন করি।

৮৭। প্রঃ। এই সকল ধর্ম্মাজ্ঞা ও উপদেশপালনে বৌদ্ধেরা কি উপকার লাভ করে?

উঃ। তিনি যে প্রকারে যে সময়ে যতবার ঐ ধর্ম্মাজ্ঞা সকল পালন করেন তৎ সমুদায়ের উপর তাঁহার পুণ্য-ফল নির্ভর করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি চারিটী ধর্ম্মোপদেশ ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেবল একটী প্রতি পালন করেন তিনি কেবল ঐ প্রতিপালিত আজ্ঞার পুণ্যলাভে সমর্থ হন এবং তিনি যতই দীর্ঘকাল ইহা রক্ষা করি-বেন ততই তাঁহার পুণ্যভাগ অধিক হইবে। আর যিনি সমুদয় ধর্ম্মাদেশ পালন করেন কোন একটীও লঙ্ঘন করেন না, তিনি পরলোকে উচ্চতর অধিক সুখ-পূর্ণজীবন লাভে সমর্থ হন।

৮৮। প্রঃ। ইহা ব্যতীত সামান্য বৌদ্ধ উপাসকের পক্ষে আর কোন ধর্ম্মাজ্ঞা আছে কি না যাহা পালনে অধিক পুণ্য জন্মে?

উঃ। হাঁ আছে। তাহাকে অষ্টাঙ্গশীলা অথবা অষ্টধর্ম্মাজ্ঞা বলে। সেই অষ্টাঙ্গশীলাতে পূর্ব্বকথিত পাঁচটী ধর্ম্মাজ্ঞা ও নিম্নোক্ত তিনটী ধর্ম্মাজ্ঞা আছে। যথা— (৬) আমি অসময়ে ভোজন না করিবার আজ্ঞা প্রতিপালন করি। (৭) আমি নৃত্যগীত ও অশ্লীল প্রদর্শনাদি না করিবার আজ্ঞা প্রতিপালন করি। (৮) আমি পুষ্পমালা ও সুগন্ধ দ্রব্যাদিধারণ, মর্দ্দন, বিলেপন, অলঙ্কারস্বরূপে ব্যবহার না করার আজ্ঞা প্রতিপালন করি। এই আটটীর সহিত নিম্নোক্ত দুইটী ধর্ম্মাজ্ঞাযোগে পুরোহিতদিগের অবশ্য অনুষ্ঠেয় দশশীলা সম্পন্ন হয়। (৯) আমি উচ্চ ও প্রশস্তশয্যা ব্যবহার না করিবার যে আদেশ আছে তাহা পালন করি। (১০) আমি সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ না করিবার যে আজ্ঞা আছে তাহা পালন করি। এই দশশীলা পালন করা প্রত্যেক ভিক্ষুর ও শ্রমণের বা প্রথমধর্ম্ম শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু সাধারণ উপাসকদিগের পক্ষে উহা ইচ্ছাধীন।

৮৯। প্রঃ। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম শিক্ষা ও আচরণের জন্য পৃথক নিয়ম ও ধর্ম্মাজ্ঞা আছে কি না?

উঃ। হাঁ। অনেক আছে; কিন্তু তৎসমুদয় নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা—১। প্রতিমোক্ষ সম্বরশীলা অর্থাৎ প্রধান শিক্ষার নিয়মাবলি। ২। ইন্দ্রিয় সম্বরশীলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমনার্থে যে সকল ব্রত ও নিয়ম পালন করিতে হয়। ৩। পক্কয়া সন্নিসী তসিলা অর্থাৎ ন্যায়ানুগত ও সাত্ত্বিকমতে খাদ্য, পানীয়,

আহারীয় ও পরিচ্ছদপ্রভৃতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করিবার বিধান সকল। ৪। আজীব পরিশুদ্ধশীলা অর্থাৎ নির্দ্দোষী ও পবিত্র জীবনযাপন করণের উপদেশ সকল।

৯০। প্রঃ। পুরোহিত অর্থাৎ ভিক্ষুগণের যে সকল অপরাধ ও দোষ করিতে নিষেধ আছে তাহার মধ্যে কিছু বর্ণনা কর?

উঃ। ভিক্ষুগণের নিম্নোক্ত কার্য্য না করা উচিত। প্রাণিহত্যা,—চুরি, স্ত্রীসংসর্গ, মিথ্যাকথন, অসময়ে আহার ও সুরাদি মাদক বস্তু ব্যবহার, নৃত্যগীত, অশ্লীল হাবভাবাদি প্রদর্শন, পুষ্পমালাধারণ, সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার উচ্চ ও প্রশস্ত শয্যায় শয়ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, অপক্ক শস্য এবং মাংস, নারী, কুমারী, ক্রীতদাস, গোমহিষাদি, হস্তিপ্রভৃতি উপঢৌকন গ্রহণ, অন্যের অপবাদ করা, কর্কশ ও তিরস্কারজনক বাক্য প্রয়োগ, বৃথাকথন, উপন্যাস ও গল্পাদি পাঠ ও শ্রবণ, সংসারী লোকদিগের বার্ত্তাবহ হওয়া, ক্রয় বিক্রয় করা, প্রবঞ্চনা করা, উৎকোচ প্রদান, ছলনা ও প্রতারণা, কারাবদ্ধ করা, লুণ্ঠন, ভয়প্রদর্শন এবং কতকগুলিন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ শিল্প ও বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যবহার।

৯১। প্রঃ। সংসারী লোকদিগের প্রতি পুরোহিতগণের অর্থাৎ ভিক্ষুদিগের কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

উঃ। সাধারণতঃ তাহাদিগের জীবনে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা, ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধের নিয়ম ব্যাখ্যা ও প্রচার করা, জন সাধারণের

বিপদকালে ও পীড়িত ব্যক্তিগণের নিকটে প্রকাশ্য-রূপে পরিত্ত অর্থাৎ মঙ্গলজনক গাথা পাঠ করা, সর্ব্ব-সাধারণকে ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্তি ও উপদেশ দেওয়া।

৯২। প্রঃ। বৌদ্ধ মতে প্রকৃত সুকৃতি কি ?

উঃ। বাহ্যিক লোকদেখান কার্য্যে কোন বিশেষ গুণ নাই ও সুকৃতি সঞ্চয় হয় না। জীবের আন্তরিক সদভি-প্রায়, যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তৎপ্রতি তাহার সুকৃতি নির্ভর করে।

৯৩। প্রঃ। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেও ?

ধনী লোকে বিহার কি মন্দির নির্ম্মাণে, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি-গঠনে, পর্ব্বোৎসবে, ভিক্ষুভোজনে, দীন দরিদ্রকে দানে, জলাশয় খননে, কিম্বা পান্থশালা নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু এ সমুদয় কেবল বাহ্যিক জাঁকজমক করিবার এবং লোকের নিকট প্রশংসাভাজন হইবার জন্য কিম্বা কোন স্বার্থ-সাধোনোদ্দেশে করা হইলে আপেক্ষিকরূপে তাহার ব্যয়ানুরূপ ফল অর্থাৎ পুণ্য উপার্জ্জিত হইবে না; কিন্তু যদি কোন ধনী কি নির্ধনী প্রকৃত দয়া ও প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বোক্ত কোন কার্য্য অল্প পরিমাণেও করে তাহা হইলে তাহার অধিক পুণ্য ও সুকৃতি লাভ করা হইবে। অসৎ উদ্দেশ্যে সৎকার্য্য করিলে অন্যের উপকার হয় কিন্তু নিজের কোন ফল হয় না; যে ব্যক্তি অন্যের সৎকার্য্যে অন্তরের সহিত যোগ দেয় সে সেই সৎকার্য্যের পুণ্যভাগী হয়।

৯৪। প্রঃ। বুদ্ধদেবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ কোন্ কোন্ পুস্তকে লিখিত আছে?

উঃ। ত্রিপিটক নামে তিনটী পুস্তকে ঐ সকল বিষয় আছে।

৯৫। প্রঃ। ত্রিপিটকের নাম বল?

উঃ। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্ম্ম পিটক।

৯৬। প্রঃ। ইহাদের কোনটীতে কি আছে?

উঃ। বিনয়পিটকে ভিক্ষুদিগের শিক্ষা ও শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা, সূত্রপিটকে সাধারণ বৌদ্ধগণের শিক্ষার্থ উপদেশ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সকল ব্যাখ্যা আছে।

৯৭। প্রঃ। খৃষ্টানেরা বাইবেলকে যেরূপ ঈশ্বর প্রদত্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যাদেশ হইয়া লিখিত হওয়া জ্ঞান করে বৌদ্ধেরাও কি এই সমুদয় পুস্তক সেইরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন?

উঃ। না। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেশ যাহা জ্ঞাত হইয়া মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে তৎসমুদয় এই পুস্তকসকলে আছে ইহা বিশ্বাস করে।

৯৮। প্রঃ। বৌদ্ধগণের কি এই প্রকার মত যে বুদ্ধদেব স্বীয় পুণ্যদ্বারা বৌদ্ধগণকে নিজ নিজ পাপের ফল হইতে মুক্ত করিতে পারেন?

উঃ। তাহা কিছু নহে। কোন মনুষ্যই অপরের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেকে আপনি আপনাকে পরিত্রাণ করিতে হইবে।

৯৯। প্রঃ। তবে বুদ্ধদেব আমাদের ও অপর জনসাধারণ সম্বন্ধে কি ছিলেন ?

উঃ। এক জন সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ উপদেশক। তিনি নিরাপদধর্ম্মমার্গ আবিষ্কার করতঃ সকলকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখের কারণ স্থির করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক মানবের উদ্ধারের হেতু ও আমাদিগের নেতা হইয়াছেন। এবং যেমন এক ব্যক্তি একটী অন্ধকে কোন বেগবতী নদীর উপরিস্থ অতি অপ্রশস্ত সেতুর উপর দিয়া পার করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে, সেই রূপ বুদ্ধদেব অজ্ঞানান্ধ আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া আমাদের ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছেন বলিলে অযথা বলা হয় না।

১০০। প্রঃ। যদি তুমি একটী শব্দ দ্বারা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের সমুদয় সারতত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাও তাহা হইলে তুমি কোন শব্দটী মনোনীত করিবে ?

উঃ। ন্যায় বিচার।

১০১। প্রঃ। কেন ?

উঃ। কারণ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতের শিক্ষা এই যে, সকল মনুষ্যই একটী সর্ব্বব্যাপী নিয়মের অধীন হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মের পাপ পুণ্য অনুযায়ী, কোনরূপ ইতর বিশেষ ব্যতিরেকে দণ্ড বা পুরস্কার পাইয়া থাকেন। কোন সৎ বা অসৎকর্ম্ম অতি সামান্য হইলেও বা অতি গোপনে করা গেলেও কর্ম্মরূপ তুলাদণ্ডের-পরিমিত ফল না হইয়া যায় না।

১০২। প্রঃ। যে সকল ধর্ম্ম মতের বিষয় তুমি ব্যাখ্যা করিলে তাহা কি সমস্তই বুদ্ধদেব বোধি বৃক্ষের তলে বসিয়া চিন্তা ও স্থির করিয়াছিলেন।

উঃ। হাঁ; এই সকল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে আরও অনেক যাহা পাঠ করা যায় তৎ সমুদয় তিনি ঐ সময়ে স্থির করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্ম চিন্তার সমাহিত অবস্থায় মনে উদয় হইয়াছিল।

১০৩। প্রঃ। বুদ্ধদেব কত দিন বোধি বৃক্ষর তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন?

উঃ। ঊনপঞ্চাশ দিন।

১০৪। প্রঃ। তৎ পরে তিনি কি করেন?

উঃ। তিনি অজপাল নামক বৃক্ষের তলে যান। তথায় সমাধি অবস্থায় থাকিয়া এই স্থির করেন যে নরনারী নির্ব্বিশেষে কোন জাতি বা বংশের ভেদজ্ঞান না করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম ও শাস্ত্র, সকলকেই শিক্ষা দিবেন।

১০৫। প্রঃ। তিনি কাহার নিকট তাঁহার ধর্ম্মমত প্রথম প্রচার করেন?

উঃ। তাঁহার পাঁচজন সহচর বা শিষ্যের নিকটে যাহারা তাঁহার উপবাসব্রত ভঙ্গ হইবার সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল।

১০৬। প্রঃ। তাহাদিগের সহিত তাঁহার কোথায় সাক্ষাৎ হয়?

উঃ। বারাণসী-ধামের নিকট ঋষিপত্তন গ্রামে।

১০৭। প্রঃ। তাহারা কি ঝটিতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিয়াছিল?

উঃ। না। তাহাদের তদ্রূপ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁহার পবিত্র শোভা এরূপ হইয়াছিল ও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইবার শক্তি এতাধিক প্রবল ছিল যে তাহারা পাঁচজনেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১০৮। প্রঃ। বুদ্ধদেবের উক্ত ধর্ম্ম কথপোকথনের নাম কি?

উঃ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনসূত্র অর্থাৎ যে সূত্রে ধর্ম্মশিক্ষা-বিধানের ব্যাখ্যা আছে।

১০৯। প্রঃ। এই ধর্ম্মোপদেশে, বুদ্ধদেবের পাঁচজন সহচরের মনে, কিরূপ ফল হইয়াছিল?

উঃ। প্রথমতঃ বৃদ্ধ কোণ্ডান্য অর্হৎ মার্গ অনুসরণ করেন, তৎপরে আর চারিজন তাহার অনুবর্ত্তী হন।

১১০। প্রঃ। তৎপরে কে কে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন?

উঃ। যশ নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও তাঁহার পিতা। পাঁচমাস অন্তে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ৬০ ষাইট জন হইয়াছিল।

১১১। প্রঃ। ঐ সময়ে বুদ্ধদেব কি করিয়াছিলেন?

উঃ। তিনি সমুদয় শিষ্যগণকে একত্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, ও স্বয়ং উরবিল্লের নিকটে সেনানীগ্রামে গমন করেন।

১১২। প্রঃ। সমস্ত পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময়ে কি বহুসংখ্যক বৌদ্ধ আছে?

উঃ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অধিক।

১১৩। প্রঃ। পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত অনুভব হয়?

উঃ। প্রায় ১৩০ কোটী।

১১৪। প্রঃ। উহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা কত?

উঃ। ৫০ কোটী—। অর্দ্ধেকাপেক্ষা কিছু কম।

১১৫। প্রঃ। তুমি বলিয়াছ বুদ্ধদেব পাঁচ মাস ধর্ম্মপ্রচার করিলে পর তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ৬০ ষাইট জন হইয়াছিল?

উঃ। হাঁ। ঐ পরিমাণ শিষ্য ছিল বটে।

১১৬। প্রঃ। বুদ্ধত্বলাভের পর কত দিন তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত শিক্ষা দেন?

উঃ। ৪৫ পঁয়তাল্লিশ বৎসর। এই সময় মধ্যে তিনি সকল শ্রেণীর লোক হইতে বহুশিষ্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা ও মজুর, ধনী ও দরিদ্র, মহাপ্রতাপশালী ও সামান্য লোক ছিল। এবং তাঁহার সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের মধ্যেও কতকগুলি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল।

১১৭। প্রঃ। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্ত্রী ও পুত্র রাহুলের কি হইয়াছিল?

উঃ। প্রথমতঃ রাহুল পরে যশোধারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মত অবলম্বন করেন।

১১৮। প্রঃ। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদনের কি হইল?

উঃ। তিনিও বুদ্ধদেবের প্রকৃত মত গ্রহণ করেন।

১১৯। প্রঃ। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মজীবনে দেশভ্রমণ করা কি তাঁহার অভ্যাস ছিল?

উঃ। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের মধ্যে ৮ আট মাস দেশে দেশে ও নগরে নগরে তিনি ধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। অবশিষ্ট বর্ষা ৪ চারি মাস তিনি এক স্থানে থাকিয়া আপনার শিষ্যদিগকে বিশেষ বিশেষ উপদেশ দিতেন।

১২০। প্রঃ। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কি এখনও ঐরূপ রীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন?

উঃ। হাঁ। অনেকে করেন।

১২১। প্রঃ। বুদ্ধের নিজ শিষ্যগণের মধ্যে কে কে তাঁহার প্রিয় ছিলেন?

উঃ। সারিপুত্র ও মৌদ্গালীয়ন।

১২২। প্রঃ। বৌদ্ধ পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্ম্মের পুরোহিত মধ্যে প্রভেদ কি?

উঃ। অন্যান্য ধর্ম্মের পুরোহিতগণ মনুষ্যকে পাপ হইতে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা পাইবার বিষয়ে সাহায্য করেন বলিয়া মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে আপনাদিগকে মধ্যস্থ স্বরূপ জ্ঞান করেন। কিন্তু বৌদ্ধ পুরোহিতগণ ঈশ্বরের দ্বারা পাপ হইতে বিমোচন হওয়া সম্বন্ধে কোন রূপ সাহায্য হইতে পারা স্বীকার বা আশাও করেন না। তাঁহারা বলেন মনুষ্যের জীবন বুদ্ধদেবের মতানুসারে আনীত করা ও অপরকে সত্য পথ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ মতে সগুণ বা সাকার ঈশ্বর কেবল মূঢ়ের স্বকপোলকল্পিত এক প্রকাণ্ড ছায়া মাত্র।

১২৩। প্রঃ। পূর্ব্বে কিছুই ছিল না পরে এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিলেন—বৌদ্ধ পুরোহিত-দিগের কি এই মত ?

উঃ। বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন যে দুইটী পদার্থ নিত্য—আকাশ ও নির্ব্বাণ—প্রত্যেক পদার্থই আকাশের প্রকৃতিগত গতিশক্তির নিয়মাধীনে উদ্ভূত হইয়া কিছুকাল অবস্থিতির পর পুনরায় তিরোহিত হয়। অবস্তু হইতে কোন বস্তুরই উৎপত্তি হইতে পারে না। তাঁহারা স্বভাবের নিয়মাতিরেকী কোন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁহারা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অনুমান অস্বীকার করেন।

১২৪। প্রঃ। বুদ্ধদেব কি মূর্ত্তি পূজার অনুকূল ছিলেন ?

উঃ। না। তিনি ইহার বিরোধী ছিলেন।

১২৫। প্রঃ। কিন্তু বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে ও তাঁহার শবাবশিষ্ট যেস্থানে আছে ও তৎসূচনার্থ যাহা রক্ষিত হইয়াছে তথায় পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করেন কি না ?

উঃ। হাঁ। কিন্তু পৌত্তলিকেরা যেজ্ঞানে করে তাহা নহে।

১২৬। প্রঃ। তবে প্রভেদ কি ?

উঃ। পৌত্তলিক, ভ্রাতারা প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে তাহাদের আরাধ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত দেবতার বা দেবগণের সাক্ষাৎ দৃশ্যমান মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু উন্নত পৌত্তলিক আরাধ্য মূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের অংশ অনুভব করে। বৌদ্ধেরা বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও

পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য পদার্থকে সেই মহান পরমজ্ঞানী ও পরম পরহিতাকাঙ্ক্ষী দয়াময় মহাপুরুষের স্মৃতি চিহ্ন জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। সকল জাতি বা ব্যক্তিরা স্ব স্ব শ্রদ্ধাভাজন নরনারী শবাবশিষ্ট বা স্মৃতি চিহ্ন সাদরে ও রত্নতুল্য জ্ঞানে রক্ষা করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের মতে যে ব্যক্তি দুঃখ কি পদার্থ জানিয়াছেন তিনিই ইতিহাসোক্ত সর্ব্বজনগণ অপেক্ষা বুদ্ধদেব কে অধিকতর শ্রদ্ধা ও প্রীতি করেন।

১২৭। প্রঃ। বশীকরণ, ইন্দ্রজাল, শুভ সময়ে যাত্রা বা কার্য্যকরণ, ভূতনাচান ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মে আছে?

উঃ। এই সকল বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বসকলের বিরোধী। উহারা কোপপ্রাপ্ত প্রস্তরাদির উপাসক সম্প্রদায়ের ও সমুদয় বিশ্বই ঈশ্বর যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের ও অন্যান্য বৈদেশিক ধর্ম্মের অবশিষ্ট স্মরণার্থিক অংশ মাত্র। বুদ্ধদেব ব্রহ্মজালসূত্র নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে উহা সমস্তই পৌত্তলিক, অধম ও কৃত্রিম ব্যাপার।

১২৮। প্রঃ। যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া ব্যক্ত করা যায় তাহাতে ও বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল বৈষম্য কি? তাহা বল?

উঃ। অন্যান্য বিপরীতভাব মধ্যে কএকটী এইঃ—ঈশ্বর ব্যতিরেকে পরম উৎকর্ষ সাধনের উপায়,—আত্মা ব্যতিরেকে জীবনের বিরাম না হওয়া, স্বর্গধাম নামে কোন স্থান না থাকা সত্ত্বেও সুখের অবস্থা, মধ্যবর্ত্তী ত্রাণকর্ত্তা ব্যতিরেকে পরিত্রাণের উপায়, আপনার উদ্ধার কর্ত্তা আপনি হওয়া, আহ্নিকাদি ভজনা, প্রায়-

শ্চিত্ত বা মধ্যবর্ত্তি পরিত্রাত্মা ব্যতিরেকে এই পৃথিবীতে ও ইহলোকে পরিণাম সুখের পদ লাভ করা ইহা শিক্ষা দেয়।

১২৯। প্রঃ। সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মে কি কেবলই সত্য আছে? ও তাহা কি বিজ্ঞানানুমোদিত?

উঃ। বহুশতাব্দী হইতে অন্যান্য ধর্ম্ম যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাতে যেরূপ সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত আছে ইহাতেও তদ্রূপ। স্বর্ণেতেও ভাঁজ থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দীর্ঘস্থায়ী কুসংস্কার, হৃদয়াবেগ এবং কবিকল্পনা প্রভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম মতের মহান্ তত্ত্বসকলকে ন্যূনাধিক দোষ বিমিশ্রিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত দোষ সকলের অপনয়ন সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

১৩০। প্রঃ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদ্যাশিক্ষা এবং বিজ্ঞানালোচনার বিরোধী?

উঃ। না, বরং সম্পূর্ণ অনুকূল। রাজগৃহের নিকট বেণুবনে শিক্ষালব্ধসূত্র ( Singalowada Sutta ) প্রচার কালে বুদ্ধদেব ছাত্রদিগকে বিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

১৩১। প্রঃ। বিনাবিচারে, শুদ্ধ বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রহণ করিতে হয় এমন কোন অবশ্য স্বীকার্য্য মত বৌদ্ধ ধর্ম্মে আছে কি না?

উঃ। না।

১৩২। প্রঃ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি কোন প্রকার ভানের প্রশ্রয় দেয় ?

উঃ। ধর্ম্মপদে কথিত আছে লোকে সুন্দর কথা মুখে বলিয়া তদনুসারে কার্য্য না করিলে ঐ সকল কথা, নানা বর্ণে বিচিত্রিত সৌরভবিহীন সুন্দর পুষ্পের ন্যায় বৃথা হয়।

১৩৩। প্রঃ। অনিষ্ট করিলে অনিষ্ট করা কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত ?

উঃ। ধর্ম্ম পদে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ আমার অনিষ্ট করে আমি তাহাকে অক্ষুব্ধচিত্তে প্রেমের আশ্রয় দান করিব। এবং যতই তিনি অনিষ্ট করিবেন, ততই আমি তাঁহার মঙ্গলসাধনে তৎপর হইব। অর্হৎগণ এই পথেই চলিয়া থাকেন। অনিষ্ট-কারীর অনিষ্ট করা বৌদ্ধ ধর্ম্মে একেবারেই নিষিদ্ধ।

১৩৪। প্রঃ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি নীতিসংহিতা না বিজ্ঞানের মান-চিত্র ?

উঃ। ইহা অবিমিশ্রনীতি বিজ্ঞান শাস্ত্র। ইহার মতে এক বিশ্বব্যাপী গতি ও পরিবর্ত্তন-নিয়ম সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, চেতন, অচেতন, সমস্ত সরূপ পদার্থ তন্নিয়মে অনুশাসিত। পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় বিচারে সময় নষ্ট করা বৃথা। মালুঙ্ক-সূত্রে বর্ণিত আছে, মালুঙ্ক বুদ্ধদেবকে জগতের উৎপ-ত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন উত্তর দেন নাই। কারণ বুদ্ধদেবের বিবেচনায় এতদ্রূপ তত্ত্বা-নুসন্ধানে কোন ফল নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু যে ভাবে আছে তাহার সেই ভাব স্বীকার করতঃ

বৌদ্ধ ধর্ম্ম কেবল ঐহিক দুঃখ ও কষ্ট বিমোচনের উপায় প্রদর্শন করে।

১৩৫। প্রঃ। বৌদ্ধ ধর্ম্ম মতে আত্মা কি অবিনাশী?

উঃ। বৌদ্ধ ধর্ম্মমতে "আত্মা" (Soul) এই শব্দটীদ্বারা অজ্ঞানীরা একটী ভ্রমমূলক ভাব প্রকাশ করে। পদার্থমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল; অতএব মনুষ্যও সেই পরিবর্ত্তন-নিয়মের অন্তর্ভূত এবং তাহার জড়াংশের পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা অনিত্য, সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল পদার্থের অবিনশ্বর পরিণাম অসম্ভব।

১৩৬। প্রঃ। মনুষ্যের আত্মা (Soul) আছে যদি এই মত অস্বীকার করা যায়, তবে মনুষ্য হৃদয়ে নিত্য ও পৃথক অস্তিত্বের ভাব কি হেতু উদয় হয়?

উঃ। তৃষ্ণা অর্থাৎ শরীরপরিগ্রহের অতৃপ্ত বাসনা। জীব পরলোকে কর্ম্মের পুরস্কার বা দণ্ডভোগের পর তৃষ্ণার বিদ্যমানতা হেতু কর্ম্মফল প্রভাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।

১৩৭। প্রঃ। কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে?

উঃ। মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুকালীন তৃষ্ণা জনিত স্কন্ধ সমূহের নূতন সংমিশ্রণে গঠিত জীব।

১৩৮। প্রঃ। স্কন্ধগুলির সংখ্যা কত?

উঃ। পাঁচ।

১৩৯। প্রঃ। পাঁচটী স্কন্ধের নাম কর?

উঃ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান।

১৪০। প্রঃ। উহারা কি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেও।

উঃ। রূপ জড়ের গুণ; বেদনা ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সংজ্ঞা সূক্ষ্ম ভাব-সমূহ; সংস্কার চিত্তবৃত্তিসকল; বিজ্ঞান, মানসিক শক্তি সমুচ্চয়। এই সমুদয় উপাদানেই আমরা গঠিত; ইহাদের প্রভাবেই আমাদের অস্তিত্বজ্ঞান; এবং ইহাদের দ্বারাই আমাদিগের প্রকৃতির সহিত বহির্জ্জগতের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়।

১৪১। প্রঃ। প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে অপরাপর ব্যক্তিসকলের যে পার্থক্য লক্ষিত হয়, উপরোক্ত স্কন্ধসমুচয়ের বিভিন্ন সংমিশ্রণই তাহার কারণ; সেই বিভিন্ন সংমিশ্রণের কারণ কি?

উঃ। ব্যক্তি সকলের ইতঃপূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম।

১৪২। প্রঃ। কর্ম্মপ্রভাবে যে শক্তির পরিচালনায় জীবের নবজীবন গঠিত হয় সেই শক্তি কি?

উঃ। তৃষ্ণা—"জীবন ধারণের ইচ্ছা"।

১৪৩। প্রঃ। জীবের পুনর্জ্জন্মবাদ-সমর্থক মূলীভূত কারণ গুলি বর্ণনা কর?

উঃ। স্বভাবের সর্ব্বব্যাপী নিয়মসমূহে, ন্যায়বিচার, সমপরিমিতি এবং সামঞ্জস্য স্বতই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। এই জ্ঞানই পুনর্জ্জন্মবাদের মূল। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ বা পুণ্যের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে, পুনর্জ্জন্মরূপ মহান্ চক্রের পরিধির ভ্রমণকাল দীর্ঘ বা স্বল্প হইয়া থাকে।

১৪৪। প্রঃ। তৃষ্ণাবশতঃ যে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়, স্কন্ধ সমুদয়ের নূতন সংমিশ্রণে অর্থাৎ নূতন শরীরে কি সেই জীবই বিদ্যমান থাকে?

উঃ। এক ভাবে সেই জীব, এক ভাবে নহে। ইহজীবনে স্কন্ধ সমূহের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। অষ্টাদশবর্ষীয় "ক" নামক যুবক ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমে সেই "ক" নামক ব্যক্তি হইলেও তাহার শরীরের অনবরত ক্ষয় ও পূরণ হেতু এবং তাঁহার মন ও চরিত্রের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন নিবন্ধন তাঁহাকে পৃথক ব্যক্তি বলা যায়। তথাপি ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধাবস্থায়, তাঁহার জীবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার অভিপ্রায় ও কর্ম্মের ন্যায়ানুগত ফলস্বরূপ পুরস্কার ও দণ্ডভোগ করেন। তদ্রূপ পুনর্জাত ব্যক্তিও সেই একই জীব; স্কন্ধসমূহের নূতন সংমিশ্রণ অর্থাৎ আকারের পরিবর্ত্তন এইমাত্র প্রভেদ। তিনিও তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত অভিপ্রায় ও কর্ম্মের ন্যায়ানুগত ফল ভোগ করেন।

১৪৫। প্রঃ। কিন্তু বৃদ্ধেরা শরীরের ও মনের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যৌবনাবস্থার ঘটনা সকল বিস্মৃত হন না; তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা সকল ইহজন্মে স্মরণ হয় না কেন?

উঃ। কারণ স্মৃতিস্কন্ধসমূহের অন্তর্ভূত। নূতন জীবনের সহিত স্কন্ধসমূহের পরিবর্ত্তন হওয়ায় এক নূতন স্মৃতির বিকাশ হয়। এই স্মৃতিমধ্যে তজ্জীবনের ঘটনাবলী লিখিত থাকে। কিন্তু জন্মসকলের ঘটনাবলীর স্মৃতি বা প্রতিছায়া কদাচ নষ্ট হয় না। কারণ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলে পর তিনি ক্রমানুসারে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম সমুদয় দেখিতে পান। যদি জন্ম সমূহের ঘটনাবলীর কোন চিহ্ন না থাকিত তাহা হইলে তিনি কদাচ তৎসমুদয় দেখিতে পাইতেন না, কারণ

তাঁহার দেখিবার কিছুই থাকিত না। যে কেহই জীবনাবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি ঐরূপে যে সূত্রে তাঁহার জীবনসমূহ গ্রথিত তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

১৪৬। প্রঃ। রূপের বিভিন্নপ্রকার পরিবর্ত্তনের পরিণাম কি?

উঃ। নির্ব্বাণ

১৪৭। প্রঃ। সাধারণে যে সকল ঘটনা অলৌকিক বলিয়া জানে তৎসম্পাদনের গুপ্তশক্তি, সকল মনুষ্যের আছে;—ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মে কি স্বীকার করে?

উঃ। হাঁ; স্বীকার করে। ঐ সকল শক্তি মনুষ্যের প্রকৃতিগত; অপ্রাকৃতিক বা দৈব নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে একটি বিশেষ নিয়ম প্রণালী আছে, যদনুষ্ঠানে মনুষ্যের ঐ সকল শক্তির প্রকাশ হইতে পারে।

১৪৮। প্রঃ। ঐ বিজ্ঞান শাখার নাম কি?

উঃ। পালি ভাষায় ইহার নাম "ইদ্ধিবিধান"।

১৪৯। প্রঃ। ইহা কয় প্রকার?

উঃ। দুই প্রকার;—লৌকিক;—ইহাতে দ্রব্যগুণে, মন্ত্র বলে বা বাহ্য বস্তুর সাহায্যে অদ্ভুত প্রদর্শন, শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকোত্তর;—ইহাতে কথিত শক্তি সকল অন্তরাত্মার বিকাশ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৫০। প্রঃ। কোন শ্রেণীর লোকদিগের ঐ সকল ক্ষমতা আছে?

উঃ। সংসারত্যাগী ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের ঐ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়।

১৫১। প্রঃ। ঐই ইদ্ধি শক্তি কি লোপ হইতে পারে?

উঃ। লৌকিক শক্তির লোপ হয় কিন্তু লোকোত্তর শক্তির এক বার লাভ হইলে কখনই যায় না।

১৫২। প্রঃ। এই শেষোক্ত ইদ্ধিশক্তি বুদ্ধদেবের ছিল কি না?

উঃ। হাঁ। পূর্ণভাবে ছিল।

১৫৩। প্রঃ। বুদ্ধ দেবের জ্ঞানান্তর্গত বিষয় সকল কি?

উঃ। জ্ঞানের গোচর এবং অগোচর কি সম্ভব এবং অসম্ভব কি, ও পাপ পূণ্যের কারণ কি তাহা সমস্তই তিনি জানিতেন। তিনি সকল জীবের মনের ভাব জানিতে পারিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি প্রকৃতির নিয়ম, ইন্দ্রিয়জনিত মোহ এবং বাসনানিবৃত্তির উপায় সকলও জানিতেন ও লোকসকলের জন্ম ও পুনর্জন্ম এবং অন্যান্য বিষয়সকল বুঝিতেন।

১৫৪। প্রঃ। আপনি বলিয়াছেন যে একটী দেবতা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মানব জাতির সহিত ঐ প্রকার অদৃশ্য দেবযোনীর যে সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস কিরূপ?

উঃ। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস, এরূপ প্রকৃতির জীব আছেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব প্রকৃত্যনুযায়ী লোকে বাস করেন। এবং ইহাও তাঁহাদের মত যে আধ্যাত্মিক শক্তিসকলের বিকাশ এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ের দমন দ্বারা অর্হতেরা শ্রেষ্ঠ দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন এবং নিম্ন শ্রেণীর দেবতাগণের উপর আধিপত্য করিতে পারেন।

১৫৫। প্রঃ। কত প্রকারের দেবতা আছেন?

উঃ। তিন প্রকার। কামচর ( ইহারা রিপুপরবশ ); রূপ-চর ( অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর হইলেও ইঁহাদের কোন না কোন আকার আছে ) ; অরূপচর ( ইঁহারা রূপ বিহীন এবং পবিত্রতায় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ )।

১৫৬। প্রঃ। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও আমাদিগের ভয় করা উচিত ?

উঃ। যিনি বিশুদ্ধহৃদয় ও নির্ভীক তাঁহার শঙ্কার কোন কারণ নাই। কোন প্রকার অপদেবতা তাঁহার কোন অনিষ্টাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা অশুচি এবং যাহারা অপদেবতাগণকে আকর্ষণ করে, অপ-দেবতারা তদ্ভূয়শ্রেণীর লোকদিগকে পীড়ন করে।

১৫৭। প্রঃ। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ এবং তাঁহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত বল ?

উঃ। স্বনিয়োজিত কার্য্য সমাধা স্বীয় ধর্ম্মমতের পূর্ণতা সাধন এবং সহস্র সহস্র লোককে নির্ব্বাণের পথ প্রদ-র্শনকরণান্তর তিনি স্বয়ং মহা প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ৪৫ বৎসর পরে বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সায়ংকালে তিনি বারাণসী হইতে ৬০ ক্রোশ দূরে কুশীনগরে আগমন করিলেন ; তথায় তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইলে দুইটী শাল বৃক্ষের তলের মধ্যদেশে তাঁহার মৃত্যুশয্যা বিস্তার করাইয়া উত্তরশিয়রে শয়ন করিলেন। তিনি রজনীর প্রথমভাগে মল্লরাজ-পুত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন ; দ্বিতীয়ভাগে সুভদ্রনামক একজন পণ্ডিতবর ব্রাহ্মণকে স্বধর্ম্ম দীক্ষিত করেন ; তৎপরে সমবেত

ভিক্ষুগণের সহিত স্বীয় ধর্ম্মমত লইয়া কথোপকথনা-
ন্তর অরুণোদয়কালে প্রগাঢ় সমাধি অবস্থায় অন্তর্হিত
হন।

১৫৮। প্রঃ। বুদ্ধদেবের শেষ কথাগুলি কি ও কাহাকে বলিয়া
ছিলেন ?

উঃ। তাঁহার শিষ্যদিগকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—
"ভিক্ষুগণ এক্ষণে আমার এই শেষ বাক্য তোমাদের
হৃদয়ে স্থাপন কর। মনুষ্যের দেহ শক্তি সকলই
লয়প্রাপ্ত হইবে; অতএব পরিশ্রম ও যত্নসহকারে
স্বকীয় পরিত্রাণ সাধনে কৃতনিশ্চয় হও।" ইহার পর
আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই।

১৫৯। প্রঃ। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির কাল
নির্দ্দেশ কর।

উঃ। বুদ্ধদেব কলিযুগের ২৪৭৮ অব্দে বৈশাখ মাসে শুক্র-
বারে বিশাখানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন; ২৫০৬ অব্দে
বন প্রস্থান করেন; ২৫১৩ অব্দে বুধবারে প্রত্যুষে
বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ২৫৫৮ অব্দে বৈশাখ মাসে
মঙ্গলবারে পূর্ণিমা তিথিতে অশীতিবর্ষ বয়সে দেহ-
ত্যাগ করেন।

১৬০। প্রঃ। তিনি কি তাঁহার ধর্ম্মমত কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ
করিয়াছিলেন ?

উঃ। না, ভারতবর্ষে তখন ঐরূপ রীতি ছিল না। তিনি
৪৫ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারকালীন তাঁহার ধর্ম্মমতগুলিকে
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার বাচনিক
উপদেশের প্রত্যেক বাক্য শিষ্যেরা স্মৃতিগত করিয়া

রাখিতেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করার কোন নিষেধ না থাকায় রাজা বিম্বসার উক্ত ধর্ম্মের সারাংশ স্বর্ণপত্রে খোদিত করেন। ধাতুবিভঙ্গসূত্রপাঠে ইহা অবগত হওয়া যায়। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর বৎসর মহাকশ্যপনামক তাঁহার এক সর্ব্ব প্রধান শিষ্যের সভাপতিত্বে পঞ্চ শত অর্হতের একটী সভা হয়। উক্ত সভা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও ব্যবস্থাদি প্রণালীবদ্ধ করেন।

১৬১। প্রঃ। এই সভা কোথায় আহুত হয়?

উঃ। রাজগৃহের নিকটে সপ্তপর্ণী গিরিগুহায়। পঞ্চশত অর্হৎ গুরুর উপদেশবাক্য সকল সমস্বরে কীর্ত্তন করেন।

১৬২। প্রঃ। কোন সময়ে অপর সভাসকল আহুত হয়?

উঃ। এক শতাব্দী পরে বৈশালীনগরে বালুকারাম মন্দিরে যশখিরা মহানুভবের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়; এবং বৌদ্ধাব্দের ২২৬ বর্ষে পাটনা-নগরে অশোকারাম মন্দিরে, মহারাজ অশোকের আনুকুল্যেও মৌদ্গালিক তিস্রের সভাপতিত্বে তৃতীয় সভা সমবেত হয়।

১৬৩। প্রঃ। মহারাজ অশোক কে ছিলেন?

উঃ। তিনি মগধের অধিপতি এবং আসিয়া মহাদেশের রাজগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের দশম বর্ষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম যাহাতে সমস্ত জগতে প্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি একজন

পরমধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সকল দেশের বৌদ্ধ-মাত্রেই শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৬৪। প্রঃ। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য কি কি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন?

উঃ। তিনি, মন্দির, মঠ, উদ্যান, চিকিৎসাগার ও পশু-শালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ; স্বীয় প্রজাদিগের প্রতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উপদেশ পালনাজ্ঞা; পাটনার সভানিবেশনের পর নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ; গ্রীস্‌দেশের চারিজন রাজাকে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত বিদিত করণার্থ রাজদূতপ্রেরণ; স্বরাজ্যে ধর্ম্মের পবিত্রতা-রক্ষার্থ ধর্ম্ম ও ন্যায় সচিবের পদেরসৃষ্টি; এবং স্ত্রী-জাতির বৌদ্ধধর্ম্মমত শিক্ষার উৎকর্ষ-সাধনার্থ কর্ম্ম-চারী নিয়োগ প্রভৃতি সৎকার্য্য করেন।

১৬৫। প্রঃ। এই সকলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি আছে?

উঃ। বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও আফ্‌-গণিস্থানের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে ও প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত, অশোকের বহুতর রাজাজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই সমুদয় ইংরাজিতে ভাষান্তরিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৬৬। প্রঃ। এই সকল রাজাজ্ঞায় বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের নিকট কি ভাবে প্রকাশিত?

উঃ। বৌদ্ধধর্ম্ম অপর ধর্ম্মমত-সকলের প্রতি সুমহান্‌ বিদ্বেষশূন্যতা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, ন্যায় বিচার ও সাধুতায় পরিপূর্ণ; এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকা

মহাদেশের পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহা এত শ্রদ্ধা ও আদরের সামগ্রী।

১৩৭। প্রঃ। অধ্যাপক টি, ডবলিউ, হ্রষ্‌ ডেভিড্‌স, তৎপ্রণীত এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষাসমিতিকর্ত্তৃক প্রকাশিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মনামক গ্রন্থে এই সকল রাজাজ্ঞা সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন ?

উঃ। তিনি লিখিয়াছেন "রাজাজ্ঞা সকল, মহান্‌ ধর্ম্মভাব, পিতৃমাতৃভক্তি, বালক ও বন্ধুগণের প্রতি স্নেহ, ইতর প্রাণীগণের প্রতি দয়া, কনিষ্ঠের প্রতি ক্ষমতাশীলতা, ব্রাহ্মণ, ও স্বসম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, কাম ক্রোধ নিষ্ঠুরতা ও দুরাচার দমন, উদারতা, সহিষ্ণুতা বিশ্ব-প্রেমিকতা ইত্যাদি উপদেশে পরিপূর্ণ; এবং দেব-প্রিয় করুণাহৃদয় রাজা অশোক, তাঁহার প্রজাবর্গকে এই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন।"

১৩৮। প্রঃ। সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম, কোন সময় প্রচলিত হয় ?

উঃ। রাজা দেবনামপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে, অশোক রাজারপুত্র ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র, সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম আনয়ন করেন। সিংহলরাজ, মহেন্দ্র এবং তদীয় ছয়জন ভিক্ষু সহচরকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন; এবং স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওনান্তর অণুরুদ্ধপুরে সুপা-রামনামক এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে অশোকপুত্র মহেন্দ্রের সহোদরা কুমারী সঙ্গ-মিত্রা কতিপয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীসহ সিংহলদ্বীপে আসিয়া বৃহসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৌদ্ধধর্ম্মোপদেশ

প্রদান করেন। বুদ্ধগয়ায় যে বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সঙ্গমিত্র তাহার একটী শাখা সঙ্গে লইয়া আসেন; অণুরুদ্ধপুরে ইহা প্রোথিত হয়; ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইতিহাসে যে সকল বৃক্ষের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া স্বীকৃত।

সম্পূর্ণ।